খেলাধুলার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে মাদকমুক্ত সমাজ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, আজ যারা খেলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা খেলা উপভোগ করবেন, সবাইকে আমি মাদককে ‘না’ বলার আহ্বান জানাই। শুধু খেললেই হবে না, আমাদের সবাইকে মাঠে এসে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

আমরা সবাই মিলে খেলা দেখব এবং সব সময় মাঠকে প্রাণবন্ত রাখব।

শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা করবে অথবা খেলা উপভোগ করবে। তাহলেই আমাদের স্লোগান ‘মাদককে না বলি, সবাই মিলে খেলতে চলি’ বাস্তবে সফল করা সম্ভব হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গতকাল সোমবার বিকেল ৫টায় চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বেলুন উড়িয়ে এবং ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

বাবলু সূত্রধর বলেন, এ ধরনের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন আমাদের সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে এবং তরুণদের খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যারা খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই হার-জয়কে খেলাধুলার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মেনে নেবেন। পাশাপাশি খেলোয়াড়, আয়োজক ও দর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাই।

অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে আমরা মেহেরপুরকে মাদকমুক্ত করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, খেলাধুলার প্রসার তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাদকের ভয়াবহতা অনেক সময় সিগারেটের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে

শুরু হয়। তাই খেলোয়াড়, ক্রীড়াপ্রেমী এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত ধূমপান ও মাদক থেকে দূরে থাকা। আসুন, সবাই মিলে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করি এবং একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলি।

এছাড়াও এসময় পৌর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব রাকিবুল হাসান রিপন, সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যসচিব আয়ুব হোসেন, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, ক্রীড়া সংগঠক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাচে বুড়িপোতা ইউনিয়ন ১-০ গোলে পিরোজপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ২৪তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় সোলায়মান জয়সূচক গোলটি করেন। ডি-বক্সের বাইরে থেকে শামীমের নেওয়া ফ্রি-কিক আনমার্ক অবস্থানে থাকা সোলায়মানের কাছে পৌঁছালে তিনি প্রথম স্পর্শেই জোরালো শটে বল জালে পাঠান। তার করা একমাত্র গোলেই বুড়িপোতা ইউনিয়ন মূল্যবান জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করে।

দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে, যেখানে শ্যামপুরের প্রতিপক্ষ কুতুবপুর। তৃতীয় ম্যাচে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বারাদি ও আমদহ একে অপরের মুখোমুখি হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ম্যাচের বিজয়ী ও দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে। তৃতীয় ম্যাচের বিজয়ী ও আমঝুপি ইউনিয়নের গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের বিজয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অংশ নেবে।

ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাঠে, যেখানে দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী দল শিরোপার জন্য লড়বে।

পেশাগত কাজে বাধার অভিযোগে ডিসির নিউজ বয়কটের ঘোষণা

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের প্রতিবাদে একটি অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন সাংবাদিকরা। পরে জরুরি সভা করে জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের ঘোষণা দেন তারা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং), বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মাদক, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মঙ্গলবার বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বিকেল ৪টার দিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

এতে দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড রোদ ও গরমে অপেক্ষা করতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামদের।

বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠান শুরু হলে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এসময় জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন এবং দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি সাংবাদিক কন্ট্রোল করবেন।” সাংবাদিকদের অভিযোগ, জনসম্মুখে মাইকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ

করেন। পরে তারা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে জরুরি সভায় মিলিত হন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, “বিষয়টি দুঃখজনক।”

ঝিনাইদহে নির্বাচনী ইশতেহারের সরকারি ব্রিফিং এড়িয়ে এনজিও অনুষ্ঠানে ডিসি!

ঝিনাইদহে সদ্য যোগদান করা জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নানা বিষয়ে বিতর্কের মুখে থাকা এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এবার উঠেছে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ।

বুধবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য অফিসের এই আয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিস্ময়করভাবে সেখানে উপস্থিত হননি জেলা প্রশাসক নিজে। তার পরিবর্তে পাঠানো হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানকে।

অভিযোগ উঠেছে, ব্রিফিং চলাকালীন সময়েই জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। অথচ একই দিনে দুপুরে শহরের ফুডসাফারি মিলনায়তনে “রূপান্তর” নামের একটি এনজিওর অনুষ্ঠানে তাকে উপস্থিত দেখা যায়।

এ ঘটনায় সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির চেয়ে কি একটি এনজিওর অনুষ্ঠান বেশি অগ্রাধিকার পেল? একজন জেলা

প্রশাসকের কাছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কি দ্বিতীয় সারিতে চলে গেল?

স্থানীয় সাংবাদিকদের একাংশ বলছেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন নিয়ে আয়োজিত ব্রিফিং ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেখানে জেলা প্রশাসকের অনুপস্থিতি শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, এটি দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে তিনি যখন একই সময়ে অন্য একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন, তখন বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে আলোচনায় আসে। দেশের অন্যান্যা জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে সভাপতিত্ব করেন সেই জেলার জেলা প্রশাসক। অথচ ঝিনাইদহের অনুষ্ঠানটি করা হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে। জেলা প্রশাসক তো আসেননি উপরন্তু নামমাত্র কয়েক মিনিটের ব্রিফিং করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নামমাত্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে তিনিও চলে যান ওই এনজিওর অনুষ্ঠানে।

জেলার বিভিন্ন মহল মনে করছে, সদ্য যোগদান করেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকারি কর্মসূচিকে উপেক্ষা করে এনজিও অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সমালোচনা।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন বলেন, ওই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক থাকতে হবে এমন কোন নির্দেশনা নেই। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা থাকলেই হবে তাই আমি যায়নি।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের মানবিক দায়িত্ব

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে অসহায় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব। প্রশাসন সবসময় তাদের পাশে থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, উপজেলা প্রশাসন সবসময় সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রিতম শীল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্থানীয় সরকার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দের ঝলক ফুটে ওঠে। উপজেলা প্রশাসনের এমন মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

নরমাল ডেলিভারিকে উৎসাহ দিতে মেহেরপুরে ডিসির উপহার বিতরণ

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া এক নবজাতক কন্যাশিশুর মাকে উপহার ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

আজ সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসক নিজে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে নবজাতকের মা শান্তনা খাতুনের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। শান্তনা মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার রাসেল হোসেনের স্ত্রী।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার সকালে শান্তনা খাতুন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে নবজাতক ও তার মায়ের খোঁজখবর নেন এবং ফুল ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক নবজাতকের নাম রাখেন সারা বিনতে রাসেল এবং তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটির জন্মনিবন্ধন সনদ মায়ের হাতে তুলে দেন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, সরকারি হাসপাতালে নরমাল ডেলিভারিকে উৎসাহিত করতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতে যেসব মা নরমাল ডেলিভারি করবেন, তাদের সবাইকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক অশালীন কর্মকাণ্ড ও মাদক সেবনের আখড়া!

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় অবস্থিত ঐতিহাসিক নীলকুঠি। ১৮৫৯ সালে নির্মিত হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। কাজলা নদীর তীরে অবস্থিত ব্রিটিশদের নির্যাতনের সাক্ষী এই ভাটপাড়া নীলকুঠি।

প্রায় ২৭ একর জমির ওপর ২০১৭ সালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিসি ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে এই পার্কটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও ধীরে ধীরে এখন এই পার্ক অপরাধকারীদের কাছে অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্কে নেই বিনোদনমূলক কোনো কিছুই। তবে এখন চলছে অসামাজিক এবং অশ্লীল কার্যকলাপ। পার্কের দায়িত্বে থাকা কয়েকজনের হাত ধরেই এই অশ্লীলতা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

সরেজমিনে জানা যায়, পার্কের মধ্যে দিনের বেলায় চলছে দেহব্যবসা এবং রাতের বেলায় চলছে মাদকসেবন। পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় পার্কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে এখন কোনো পর্যটকের পদচারণা নেই। দিন দিন অপরাধকারীদের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে পার্কটি।

পার্কে প্রবেশের পর দেখা যায়, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ককে জঙ্গলে ঘিরে রাখা হয়েছে। পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজের সুযোগ। স্থানভেদে সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। পার্কের মধ্যে দেহব্যবসা হচ্ছে ফুলবাগানের মধ্যে থাকা ভূতের ঘরে, ‘আইসল্যান্ড’ নামক আরেকটি ঘর এবং মেইন সড়কের সাথে বাউন্ডারির পাশে ঘেঁষে থাকা জঙ্গলের মধ্যে ৮ থেকে ১০টি বেঞ্চ পাতানো হয়েছে সেখানে। যেখানে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ অসামাজিক অশ্লীল কার্যক্রমের সুযোগ করে দিচ্ছে পার্কের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। বিনিময়ে নিচ্ছে টাকা। ইকোপার্কে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় মাদকের রমরমা কারবার। ফুলবাগানের মধ্যে রাতভর চলে মাদকসেবনের আখড়া।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পার্কের আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন এবং ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেন টাকার বিনিময়ে এ-সমস্ত অপকর্মের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে পার্কের মধ্যে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আইসল্যান্ডের দায়িত্বে থাকা জামাল হোসেন বলেন, গাংনী ইকোপার্কের সাথে ডিসি ও ইউএনওর মানসম্মান জড়িত, তাই এ ব্যাপারে সবাই মাথা ঘামায় না। পার্কের মধ্যে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু লেখার কিংবা করার আগে আমাদের সাথে দেখা করেন।

ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমন হোসেনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

ইকোপার্কের গেটের দায়িত্বে থাকা আসমাউল হুসনা বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই পার্কের পরিবেশ ঠিক হোক। এ সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কাজ ফুলবাগানের দায়িত্বে থাকা সুমনের হাত ধরেই পার্কে শুরু হয়। সুমনের দেখাদেখি জামাল বিষয়টি শিখেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কে কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। আমরা চাই পার্কে সংস্কার কাজ হোক এবং বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক, তখন এগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

সচেতন মহলের দাবি, গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে বিনোদনের পরিবেশ ফিরে আসুক এবং যারা এই সমস্ত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা বলেন, পার্কটি ডিসি ও ইউএনও স্যারকে বিষয়টি অবগত করবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম

মেহেরপুরের নতুন ডিসি

মেহেরপুর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও খুলনায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ডিসিদের মধ্যে তিনজনকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শাহিন হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার ডিসি করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহামদ আরেফিনকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রাম এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার ডিসি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় চালের বাজার মনিটরিংয়ে ডিসি

কুষ্টিয়ায় চালের বাজারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অতিরিক্ত মজুত নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করেছেন জেলার টাস্কফোর্স কমিটি।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের নেতৃত্বে শহরের বড়বাজারে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চালসহ বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের দাম যাচাই, পাইকারি ও খুচরা

বিক্রয় মূল্য তালিকা, ক্রয় রশীদ ও মুনাফার হার তদারকি করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সবার সহযোগিতা কামনা করে জেলা প্রশাসক বলেন, অতি মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা চালের বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য নিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ সময় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পার্থপ্রতীম শীল, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আল্ ওয়াজিউর রহমানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও বৈষম্যরিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ডিসির মোবাইল নম্বর হ্যাক, টাকা চাইলো প্রতারক

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক (ডিসি) জহিরুল ইসলামের অফিসিয়াল মোবাইল নম্বরটি হ্যাক হয়েছে। এই নম্বর থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০ টা ৫৮ মিনিটে হোয়াইটস আ্যাপে ম্যাসেজ আসে আর্জেন্ট ১৫ হাজার টাকা লাগবে এখন এই নাম্বারে পাঠায় দিয়েন ০১৬২৩ ৬৯২৬৯১ বিকাশ পার্সোনাল।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক। পাশাপাশি এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, খুব দ্রুতই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কেউ যেন ভুল করে কোনো প্রতারকের খপ্পরে না পড়েন। কেউ যেন উল্লেখিত নম্বরে কোনো টাকা লেনদেন না করেন।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।